দৈনিক জনকণ্ঠ

33

তারিখ ... 21 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২.....

নতুন নীতিমালা প্রণয়ন

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নিরুৎসাহিত করা হবে

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শুধুমাত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বা নামের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনকারীদের নিরুৎসাহিত করতে সরকার একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার আওতায় তাঁরাই উপকৃত হবে, যাঁরা শিক্ষা বিস্তারের মূল লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবে। খবর বিশ্বস্ত সূত্রের।

সূত্র জানায়, বেসরকারী উদ্যোগে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালা স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এই নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

এ নীতিমালার অধীনে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী স্বীকৃতি পেতে এখন থেকে চারটি ধাপ অতিক্রম করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণের পর

(১৫ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে

(প্রথম পাতার পর)

যথাক্রমে তিন, পাঁচ ও সাত বছরের অস্থায়ী স্বীকৃতি দেয়া হবে। এসব ধাপ অতিক্রমের পর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থায়ী স্বীকৃতি পাবে।

সূত্র আরও জানায়, প্রাথমিক অনুমতি ছাড়া কোন স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা চালু করা যাবে না। আবেদন করার পর তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র, পরীক্ষা ও স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে তিন বছরের জন্য প্রাথমিক অনুমতি দেয়া হবে। এ অনুমতির মেয়াদ শেষ হলে পাবলিক এক্সামিনেশন ও বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষার্থী সংখ্যা ও তাদের উপস্থিতি প্রভৃতি বিবেচনা করে দ্বিতীয় মেয়াদে পাঁচ বছরের স্বীকৃতি প্রদান করা হবে। তবে এই পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষকদের গ্রহণ করতে হবে পেশাগত প্রশিক্ষণ। যাবতীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে দশ বছর মেয়াদী ও সবশেষে স্থায়ী স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।

নতুন নীতিমালায় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠা করতে ১০ লাখ টাকা, মাধ্যমিক ও দাখিল মাদ্রাসা ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠা করতে ১৫ লাখ টাকা এবং কলেজ ও আলীম মাদ্রাসা ব্যক্তির নামে প্রতিষ্ঠা করতে ২৫ লাখ টাকা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রদানের বিধান চালু করা হয়েছে। চার পর্যায়ে স্বীকৃতির জন্য নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ১১ হাজার টাকা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসাকে ২০ হাজার টাকা এবং কলেজ ও আলীম মাদ্রাসাকে ৩৭ হাজার টাকা রেজিস্ট্রেশন ফী বাবদ জমা দিতে হবে।

যে এলাকায় নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে সেখানে নূন্যতম আট হাজার জনসংখ্যা থাকতে হবে। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক ও দাখিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার এলাকায় জনসংখ্যা থাকতে হবে ন্যূনতম দশ হাজার। কলেজ ও আলীম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য উক্ত এলাকায় কমপ্রক্ষে ৭৫ হাজার অধিবাসী থাকতে হবে।